৮

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 07 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম প্রকল্পটি ১৯৯৬ সাল থেকে বৃহত্তর কর্মসূচী গ্রহণের সেতুবন্ধ হিসাবে কাজ করছে। বর্তমান প্রকল্পে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে ২০০০ সালের মধ্যে সাক্ষরতার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে গেলে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় যেই পরিমাণ গতিশীলতা আনয়ন করা প্রয়োজন তা কেন্দ্র ভিত্তিক সাক্ষরতাদান পদ্ধতিতে প্রায় অসম্ভব। সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম কেন্দ্রীয়ভাবে নির্বাচিত থানায় সাক্ষরতা দান কর্মসূচী ২ (দুই) ভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে। সরাসরি নিয়ন্ত্রণে এবং বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে। নির্বাচন পদ্ধতিতে শিক্ষা চাহিদা নির্ণয় অথবা স্থানীয়ভাবে সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করা হয় না। বিষয়টি পূর্বাহ্নে স্থিরীকৃত এবং নির্ধারিত। শিক্ষার অন্তর্নিহিত চাহিদা সৃষ্টি করতে না পারলে তা নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর কাছে অনেক সময় আবেদন সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেখা যায় এ ক্ষেত্রে কেন্দ্র ভিত্তিক সাক্ষরতা দান পদ্ধতির পাশাপাশি সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন চালু করলে ২০০০ সালের মধ্যে নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হবে।

সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের মূল বৈশিষ্ট্য হল কর্ম-এলাকার সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের মধ্যে গণজাগরণ সৃষ্টি করা। শিক্ষার প্রতি আগ্রহ, সচেতনতা, আবেগ সর্বোপরি উদ্বুদ্ধ করতে পারলে মানুষের মধ্যে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করবার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এক চিন্তা চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবার ফলে কর্মসূচীর লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য সকলেই উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রশাসন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সকলে সমন্বিতভাবে এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে। শ্রেণী-গোত্র নির্বিশেষে একই লক্ষ্যে কাজ করার জন্য পারস্পরিক সহমর্মিতার সৃষ্টি হয় সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচীর সাফল্য সমাজের অন্তর্নিহিত সামাজিক চাহিদার কারণে ত্বরান্বিত হয়। সর্বোপরি সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন স্বল্প ব্যয়ে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে অর্জন করা সম্ভব।

বাংলাদেশে লালমনির হাট জেলা সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের প্রথম পথিকৃত। সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন সফল করতে যেয়ে জেলা প্রশাসক জেলার সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিভাগীয় সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ, শিক্ষক, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, মুক্তিযোদ্ধা, কর্মরত এনজিও প্রতিনিধি, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও সকল শ্রেণীর জনগণকে সম্পৃক্ত করেছেন। বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ৬টি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

ক) তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়ন
খ) উদ্বুদ্ধকরণ
গ) ব্যবস্থাপনা
ঘ) শিক্ষাদান
ঙ) প্রশাসনিক
চ) মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন।

এছাড়া জেলা পর্যায় থেকে শিক্ষা কেন্দ্র পর্যন্ত ৫টি কমিটি সামগ্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। উক্ত কমিটিগুলি হচ্ছে ঃ

ক. জেলা কমিটি
খ. থানা/পৌরসভা কমিটি
গ. ইউনিয়ন/ওয়ার্ড কমিটি
ঘ. ব্লক কমিটি
ঙ. কেন্দ্র কমিটি

প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এলাকাধীন (catchment area) শিক্ষা কেন্দ্র সমূহের জন্য একজন করে সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়। প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য গঠন করা হয়েছে স্থানীয় গণ্যমান্য ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে কেন্দ্র কমিটি। ১৯৯৫ সালের মধ্যে লালমনিরহাট জেলায় ৪০০ ব্লকের অধীনে ৮৭০০ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২,৩৮,০০০ জন নিরক্ষরকে সাক্ষরতা দান করা হবে। লালমনিরহাট জেলার সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন ইতোমধ্যেই বিভিন্ন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের অন্তর্নিহিত শক্তি, গতিশীলতা, নমনীয়তা এবং লালমনিরহাট জেলার সাফল্যের প্রেক্ষিতে আগামী ২০০০ সাল নাগাদ পর্যায়ক্রমে ৪৩টি জেলায় এই কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হবে।

বাংলাদেশের বর্তমান সাক্ষরতা পরিস্থিতি থেকে আশু উত্তরণের জন্য সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন একটি উপযুক্তমাধ্যম।